হায়াতের দিন ফুরোলে

আরিফ আজাদ

স্বপ্ন ছড়াই বই নিয়ে

বই মানে মলাটে-বাঁধা হাজার বছরের চিন্তার খোরাক। বই মানে নিজের মনকে আলোকিত করার প্রদীপ। সেখানে কালো কালো হরফে ছড়ানো থাকে আলো, আর মিশে থাকে লাখো স্বপ্ন। সে স্বপ্নগুলো—ভাবনার দুয়ার খুলে দেবার, সমাজ পাল্টাবার। আর সত্যায়ন প্রকাশন সে স্বপ্নটুকু ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে নিরলসভাবে। বৈচিত্র্যময় নানা বিষয়ে উপকারী সব বই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সত্যায়নের পুরো টিম।

আরও আছে কিছু প্রত্যয়—শিশু-কিশোরদেরকে প্রাণবন্ত এক শৈশব উপহার দেয়ার; আগামী প্রজন্মকে যুগের নিকষ অন্ধকার থেকে বের করে আনার। এমন স্বপ্নময় সব প্রকল্পে সত্যায়ন প্রকাশন ব্যয় করে যাচ্ছে হাজার হাজার ঘণ্টা। সঠিক আদর্শে আমাদের চোখের সামনেই এভাবে বেড়ে উঠবে আগামীর সেরা এক প্রজন্ম।

সত্যায়ন প্রকাশন

বইয়ের আলোয় রাঙাই সময়

হায়াতের দিন ফুরোলে

আরিফ আজাদ

সত্যায়ন
প্রকাশন

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

"বলুন, 'আমার সালাত, আমার সামগ্রিক আনুগত্য, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই মহাবিশ্বের অধিপতি আল্লাহর জন্য।'"

(সূরা আনআম, ৬ : ১৬২)

সূচিপত্র

দুঃখ-প্লাবন দিনে ১৩

সুতরাং, কোথায় যাচ্ছ? ২১

হয়তো-বা তার মন ভালো নেই ৩২

জীবনের পাঁচ সুতো ৩৯

আমি তোমাদের বন্ধু নই ৫৯

সত্যের সাথে সংসার ৭২

ঘটনার ঘনঘটায় জীবনের রূপ ৭৮

হায়াতের দিন ফুরোলে ৯০

হৃদয়ের রোগ ৯৮

তাহাদের আয়নাতে আমাদের মুখ ১১৩

চাঁদের জীবন ১২৩

বিত্তের ব্যবচ্ছেদ ১২৮

যে স্বপ্ন জীবনের চেয়ে বড় ১৩৮

বাড়তি দুটো সিজদাহ ১৪৩

শুভাকাঙ্ক্ষী অথবা শুভংকরের ফাঁকি ১৪৯

একই মৃত্যু, ভিন্ন রেখাপাতে ১৫৫

চোখ ঘুম ঘুম রাত্রি নিঝুম নিঝঝুম নিরালায় ১৬১

দুঃখ-প্লাবন দিনে

১

দুঃখ আর যন্ত্রণার সারবস্তুটাকে আমি কুরআন থেকে বুঝতে চেয়েছি। কেন দুনিয়ার সেরা মানুষগুলোকে সহ্য করতে হয়েছে অনিঃশেষ যন্ত্রণা। কেন সবচেয়ে পূতঃপবিত্র লোকগুলোকে বরণ করতে হয়েছে বর্ণনাতীত দুঃখ। যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মনোনীত করেছেন নিজের পয়গম্বর হিশেবে, কেন তাদের জীবনজুড়ে দুর্ভোগের এত ছড়াছড়ি।

কৈশোর পেরুনোর পরে যে কয়েকটা উপন্যাস আমার হস্তগত হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি* তার মধ্যে একটি। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কমিউনিস্ট রাজনীতি করতেন তা তখনো আমার জানা ছিল না। ব্যক্তি লেখকের বিশ্বাস, রাজনীতি আর দর্শনের প্রভাব তার লেখালেখিতে থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। মানিকের উপন্যাসটাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তার বহুল পঠিত সেই উপন্যাসের একটা জায়গায় জেলে পাড়ার বাসিন্দাদের দুঃখ আর কষ্টে ব্যথিত হয়ে মানিক বলেছেন—'ঈশ্বর থাকেন ওই ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।'

কেতুপুর নামের একটা গ্রাম, সেই গ্রামে বহু বছর ধরে বাস করছে জেলে-শ্রেণির কতিপয় লোকজন। অবর্ণনীয় দুঃখ আর কষ্টে তাদের জীবন কাটে। সভ্যতা থেকে দূরে, আলোকায়ন থেকে পিছিয়ে থাকা কেতুপুর গ্রামের এই লোকেদের জীবন-যন্ত্রণার জন্য লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঈশ্বরকেই দায়ী বলে মনে হয়েছে। কারণ—সহজ সরল, কারও সাতে-পাঁচে না থাকা এই মানুষগুলোকে জীবনের ঘানি টানতে সীমাহীন এক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। অথচ যারা অসৎ, যাদের মাঝে মনুষ্যত্বের বালাই নেই, যারা লোক ঠকায়, মানুষকে শোষণ করে, কী নিশ্চিন্ত আর নির্ভাবনায় কাটে তাদের জীবন! তাদের খাওয়ার কষ্ট নেই, পরার কষ্ট নেই, আশ্রয়ের কষ্ট নেই। কিন্তু জগতের সমস্ত দুঃখ যেন ভর করে আছে কেতুপুর গ্রামের নিরীহ ওই লোকগুলোর ওপরেই। এই দৃশ্য বর্ণনার পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপসংহার টেনে বলেছেন—ঈশ্বর থাকেন বড় লোকগুলোর সাথে, অসহায়-পীড়িতদের এই তল্লাটে তিনি সবিশেষ আসেন না।

বস্তুবাদী ধারণাকে আমলে নিলে মানিকের এই চিন্তাটা জুতসই বটে। এই ধারণা যেহেতু বস্তুগত ব্যাপারাদির দৃশ্যমান অবস্থা দেখে উপসংহার টানে এবং এই তত্ত্বের যেহেতু বিষয়ের মর্মে পৌঁছে চিন্তা করার ক্ষমতা নেই, তাই কেতুপুর গ্রামের লোকজনের দুঃখ-দুর্দশা দেখে মানিক সেখানে ঈশ্বরের অনীহা, অবহেলা আর অযত্ন খুঁজে পাবেন এবং ভদ্রপল্লীর লোকজনের বিলাসী আর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন দেখে সেখানে খুঁজে পাবেন ঈশ্বরের অবারিত করুণাধারা—এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু ইসলামে দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট-ক্লেশ আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টা বস্তুবাদী ধারণার একেবারে বিপরীত।[১] এখানে জীবনের করুণ অবস্থাকে কখনোই আল্লাহর অবহেলা, অযত্ন আর উদাসীনতা হিশেবে চিত্রায়িত করা হয় না, এসব বরং ইসলামের একেবারে মৌলিক বিষয়ের সাথে

১. দেখুন—তিরমিযি, ২৩৯৮; ইবনু মাজাহ, ৪০২৩; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ২৯২০।

সম্পর্কিত। এখানে কেউ অনেক বেশি টাকা-পয়সার মালিক, কারও জীবন ভীষণ স্বচ্ছন্দে কাটছে মানে এই নয় যে, তার ওপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তুষ্ট। আবার—কেউ অনেক বেশি কষ্টে দিনাতিপাত করছে, নুন আনতে পানতা ফুরোচ্ছে মানেই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ওপরে রুষ্ট—বিষয়টা সেরকমও নয়। এখানে দুঃখ আর কষ্ট হলো বান্দাকে পরীক্ষা করার মাধ্যম। একইভাবে অবারিত সুখ, প্রাচুর্যও বান্দাকে ঝালিয়ে নেওয়ার উপকরণ। সূরা আল-আনকাবূতের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন :

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوٓا أَنْ يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝٢

"মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি'—এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে?"[২]

কুরআনের ভাষ্য এখানে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। 'আমরা ঈমান এনেছি'—এটুকু বললেই ঈমানের শর্ত পূরণ হবে না। ঈমানের শর্ত পূরণের তাগিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের থেকে নানাবিধ পরীক্ষা নেবেন। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কেবল ঈমানদারের সনদপত্র পাওয়া সম্ভব। এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুসৃত পদ্ধতি।

বান্দাদের কীভাবে পরীক্ষা করবেন সেই বিষয়টাও তিনি কুরআনে উল্লেখ করেছেন সুস্পষ্টভাবে :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّٰبِرِينَ ۝١٥٥

২. সূরা আনকাবূত, ২৯ : ২।

> "নিশ্চয় আমি তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে। আর, (হে রাসূল,) ধৈর্যশীলদের আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন।"[৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও তাওয়াক্কুলের স্বীকৃতি আদায় করে নেবেন। তাই দুনিয়ার কষ্ট, ক্লেশ আর যন্ত্রণাগুলোকে আল্লাহর অনুগত বান্দারা আলাদা দর্শন, আলাদা চোখ দিয়ে দেখে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বস্তুবাদ দুঃখ আর দুর্দশা দেখলেই যেখানে ঈশ্বরের অনুপস্থিতি দেখে ফেলে, ইসলাম সেখানে দেখে ঈমানের পরীক্ষা। কখনো ভয় আর ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে তিনি বান্দাদের পরীক্ষা করেন। কখনো ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়ে। আবার কখনো-বা জীবনের ক্ষতি অথবা ফসলাদি বিনষ্টের মাধ্যমে তিনি দেখে নিতে চান বান্দার ধৈর্যের পারদ।

এটা ঠিক—বান্দার ওপর আরোপিত সকল দুঃখ আর দুর্দশাই কিন্তু পরীক্ষা নয়, অনেক সময় তা হয় বান্দার নিজের হাতের কামাই করা আযাব। নিজের গুনাহ, অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফল।[৪] কিন্তু, সেটাও কোনোভাবে আল্লাহর অযত্ন আর উদাসীনতা প্রমাণ করে না। অনেক সময় বান্দাকে দুনিয়ার দুঃখ আর কষ্টের মাঝে নিপতিত করে তিনি আখিরাতের বড় আর কঠিন আযাব থেকে তাকে হেফাজত করে ফেলেন।[৫] এটাও আল্লাহর বড়ত্ব, বান্দার প্রতি ভালোবাসা, দয়া আর রহমতের পরিচায়ক।

---

৩. সূরা বাকারা, ২ : ১৫৫।

৪. দেখুন—সূরা রূম, ৩০ : ৪১।

৫. দেখুন—তিরমিযি, ৩৬০৪।